কালের কণ্ঠ

তারিখ .. 04 JUL 2016 ....
পৃষ্ঠা ...২... কলাম ...২...

শিক্ষক আত্তীকরণ বিধিমালা

সংশোধনের বিষয়টি ভেবে দেখুন

যখন কোনো বেসরকারি কলেজ সরকারীকরণ হয়, তখন স্বাভাবিক নিয়মে ওই কলেজের শিক্ষকদের চাকরি সরকারি হয়ে যায়। শিক্ষকদের চাকরি জাতীয়করণের একটি বিধিমালা আছে। এ ব্যাপারে ১৯৮১, ১৯৯৮ ও ২০০০ সালে তিনটি বিধিমালা প্রণীত হয়েছে। এসব বিধিমালা মেনে অতীতে শিক্ষকদের চাকরি জাতীয়করণ হয়েছে। দেখা গেছে, এসব বিধিমালায় বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তন এসেছে। এসব পরিবর্তনের কারণে কিছু সংকটও দেখা দিয়েছে। এসব সংকট উত্তরণের কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। বেসরকারি কলেজ জাতীয়করণের পর শিক্ষক আত্তীকরণে বিধিমালা ১৯৮১ ও ১৯৯৮ অনুযায়ী শুধু স্নাতকোত্তর পর্যায়ে দ্বিতীয় শ্রেণির ডিগ্রি চাওয়া হয়। কিন্তু এই বিধিমালা পরিবর্তনের পর ২০০০ সালে যে বিধিমালা প্রণয়ন করা হয় তাতে আত্তীকরণ বা জাতীয়করণের যোগ্যতা পরিবর্তন করে সম্মানসহ দ্বিতীয় শ্রেণি চাওয়া হয়। কেউ পাস কোর্সের অধীনে হলে মাস্টার্সে প্রথম শ্রেণি চাওয়া হয়। বিধিমালার এই পরিবর্তনের ফলে আটকে গেছে নতুন করে জাতীয়করণ হওয়া কলেজের অনেক শিক্ষকের চাকরি সরকারীকরণ। সরকারি কলেজে শিক্ষকতা করেও এই শিক্ষকরা কাজ করছেন বেসরকারি শিক্ষক হিসেবে। শিক্ষকতা পেশায় এই শিক্ষকদের অনেকের সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা রয়েছে। তাঁদের অনেকে বোর্ড পরীক্ষক, মাস্টার ট্রেইনার, প্রধান পরীক্ষক, প্রশ্নপ্রণেতা ও মডারেটর হিসেবে কাজ করেছেন ও করছেন। পুরনো ও অভিজ্ঞ এই শিক্ষকরা শুধু পাস থেকে আসায় বঞ্চিত হচ্ছেন সরকারি সুযোগ-সুবিধা থেকে। ফলে তাঁদের মধ্যে এক ধরনের হতাশা দেখা দিচ্ছে, অনিবার্যভাবেই তার প্রভাব পড়ছে শ্রেণিকক্ষে। গত ছয় বছরে সরকারি হয়ে যাওয়া ২২টি কলেজের দেড় শতাধিক শিক্ষকের আত্তীকরণ আটকে আছে বিধিমালাসংক্রান্ত জটিলতায়।

দেশের ২২টি কলেজ গত ছয় বছরে জাতীয়করণ বা সরকারি হয়েছে। এসব কলেজে কর্মরত শিক্ষকদের অনেকের চাকরি আত্তীকরণ হলেও যাঁরা পাস কোর্স থেকে গিয়ে মাস্টার্স করে শিক্ষকতায় যোগ দিয়েছেন, তাঁদের চাকরি সরকারি হয়নি। কিন্তু ওই একই কলেজে কাজ করছেন তাঁরা। আগের এমপিওভুক্তি অনুযায়ী বেতন-ভাতাদি পাচ্ছেন। এতে আত্তীকৃত শিক্ষকদের সঙ্গে এসব শিক্ষকের এক ধরনের মানসিক দূরত্বও তৈরি হচ্ছে। একই কলেজে ও বিভাগে একসঙ্গে কাজ করে একজনের চাকরি সরকারি, অন্যজনের বেসরকারি, এতে শিক্ষকদের ওপর এক ধরনের মানসিক চাপও সৃষ্টি হয়। এসব শিক্ষকের চাকরি সরকারি করতে হলে শেষ বিধিমালায় কিছু পরিবর্তন আনতে হবে বা নতুন বিধিমালা তৈরি করতে হবে। এই সিদ্ধান্তটি নিতে হবে উচ্চপর্যায় থেকে। আমরা আশা করব, শিক্ষকদের মানসিক চাপমুক্ত করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বিষয়টি ভেবে দেখবে।